বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

মুজিব বর্ষ MUJIB 100

নং- ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০৩৩.১৮ (অংশ-১)-৭৭

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৮ / ২৭ মার্চ ২০২২

বিষয়ঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩য় কোয়ার্টারের (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ৩য় অংশীজন সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, গত ১৩.০৩.২০২২ তারিখে 'অংশীজনের অংশগ্রহণ' সংক্রান্ত ৩য় সভার কার্যবিবরণী এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ডকপি এবং সফ্‌ট কপি) আগামী ০৬.০৪.২০২২ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ তৌফিক ইমাম)
উপসচিব (প্রশাসন-২)
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
ই-মেইল admin2@mor.gov.bd

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস/এমএন্ডসিপি/অপারেশন/আই/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৭। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম); ঢাকা/পাকশী/লালমনিরহাট/চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৯। পরিচালক, (সংস্থাপন/ট্রাফিক),বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১০। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১১। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
১৩। চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন, ফ্ল্যাট# ৫এ, বাড়ি নং# ৩১, কলাবাগান ১ম লেন, ঢাকা-১২০৫
১৪। সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ৯/১২ ব্লক-ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
১৫। মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।
১৬। সভাপতি, যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, ৭৪ কাকরাইল (৪র্থ তলা), রমনা, ঢাকা।
১৭। কনসালটেন্ট, জন হপকিন্স, ঢাকা।
১৮। জনাব সাজিয়া বিনতে সালেহ্‌, বিসিসিপি, মিরপুর-১১, ঢাকা।
১৯। সাধারণ সম্পাদক, যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, ১১১-১১৩ অলংকার শপিং কমপ্লেক্স, ৩য় তলা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
২০। প্রধান সংগঠক, যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ, প্রযত্নে ওমর এন্ড এসোসিয়েট, ১১ তলা, ৫৩ মতিঝিল, ঢাকা।
২১। নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট (ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট), ১৪/৩/এ জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৭

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):
০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০২। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩য় কোয়ার্টারের (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ৩য় অংশীজন সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. মো: হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১৩/০৩/২০২২
সময়	:	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৯৩০)

সভার উপস্থিতিঃ

সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবগণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ, রেলপুলিশ ও বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার উপস্থিতি **পরিশিষ্ট-'ক' তে** উপস্থাপন করা হলোঃ

২। **আলোচনাঃ**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য দেশব্যাপী নিরাপদ, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়ণ ও সম্প্রসারণে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্য সমাধানের ক্ষেত্র নিরূপণে অংশীজন সভার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি উপস্থিত সকল সদস্যকে আলোচনায় অংশ নিয়ে অংশীজন সভাকে অর্থবহ করার আহবান জানান।

২.১। সভাপতির অনুমতিক্রমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় প্রতি কোয়ার্টারে ১টি করে মোট ৪টি অংশীজন সভার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই অর্থবছরে এটি ৩য় অংশীজন সভা। এ পর্যায়ে সভায় গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয় এবং কোনো সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। ২য় অংশীজন সভায় গৃহিত পাঁচটি সিদ্ধান্তের সবগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) ২য় অংশীজন সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে সভায় উপস্থাপন করেন।

২.২। সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখানো হয়। ওয়েবসাইটে বর্ণিত তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, সিটিজেন চার্টার এবং শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.৩। অত:পর সভায় উপস্থিত অংশীজনবৃন্দ, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব জনাব মো: মোজাম্মেল হক চৌধুরী সভায় তাদের উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান।তিনি জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ রেলওয়েকে জনসাধারণের আস্থা এবং নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য অনেক বড় বড় মেগা প্রকল্প নেয়া হয়েছে। তিনি মেগা প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট সময়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সমাপ্তের অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি যাত্রীসাধারণ ট্রেন ভ্রমণে দৈনন্দিন যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি হয় সেগুলো চিহ্নিত করে তা নিরসনের আহবান জানান।তিনি ট্রেনের গতি বাড়ানোর জন্য কমলাপুর থেকে ঢাকা বিমানবন্দর পর্যন্ত তৃতীয় লাইন ও ৪র্থ লাইন নির্মাণের আহবান জানান। তিনি আরো বলেন আগে ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে বেসরকারী পর্যায়ে ট্রেন চলাচল করতো তখন টিকিট বিক্রি হতে যে পরিমান রাজস্ব আয় হতো এখন সরকারিভাবে একই রুটে ট্রেন চলাচলে অনেক কম রাজস্ব পাওয়া যায়।

সভাপতি বলেন, কমলাপুর থেকে ঢাকা বিমানবন্দর পর্যন্ত তৃতীয় লাইন ও ৪র্থ লাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কারণে কাজের গতি কিছুটা শ্লথ তবে কাজের গতি বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তিনি ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচলে টিকেট বিক্রি হতে কম রাজস্ব আয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে মর্মে জানান। তিনি ট্রেনে কোন যাত্রী বিনা টিকেটে যেন ভ্রমণ না করে সে বিষয়ে যাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সকলকে আহবান জানান।

জনাব জিয়াউর রহমান, সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম সভায় জানানো হলে তারা আরো ইতিবাচকভাবে জনসাধারণের সামনে বাংলাদেশ রেলওয়েকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন। তিনি ট্রেনের টিকিট কালোবাজারি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। বাংলাদেশ রেলওয়ের জিএম (পশ্চিম) সভায় জানান, তিনি ট্রেনে টিকিট কালোবাজারি বন্ধে এবং রেলস্টেশন ও ট্রেনে ধূমপান বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান, যাত্রার পাঁচদিন আগে টিকিট অনলাইনে এবং কাউন্টারে বিক্রি শুরু হয়। অনেক বেশী চাহিদার বিপরীতে ট্রেনের আসন কম থাকায় সকল যাত্রীকে টিকিট দেয়া সম্ভব হয়না।

সভাকে অবহিত করা হয় যে, যাত্রীসাধারণের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজস্ব খাত হতে ৫৮টি রেলস্টেশনের আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩. আলোচ্য বিষয়, বিস্তারিত আলোচনা, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন দায়িত্ব নিম্নরূপ:

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**বাংলাদেশ রেলওয়ের অটোমেশন:** সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল নথিপত্রে ডিজিটাল নম্বর সংযোজন করা হয়েছে এবং ডিজিটাল নম্বর যুক্ত নথিতে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। (২) সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ দেশের সকল থানায় অনলাইনের মাধ্যমে জিডি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামী ২৬ মার্চ/২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হওয়ার পর জনগণ ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে জিডি করতে পারবে এবং ফলাফলের অগ্রগতি জানতে পারবে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিজিটাল নম্বর যুক্ত নথিতে দাপ্তরিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) জনগণ যাতে ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে জিডি এবং এর ফলাফলের আপডেট জানতে পারে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ
৩.২	**রেল স্টেশন ও ট্রেনে ধূমপান এবং টিকিট কালোবাজারি রোধে কার্যক্রম:** সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল রেল স্টেশন ও ট্রেনে ধূমপান বন্ধ এবং টিকিট কালোবাজারি রোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল রেল স্টেশন ও ট্রেনে ধূমপান বন্ধ্যে এবং টিকিট কালোবাজারি রোধে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাসহ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৩	**মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রম:** যাত্রীসাধারণের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে ৫৮টি রেলস্টেশনের আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুণগতমান নিশ্চিত করে এ কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় হতে ১০টি টিম গঠন করে কাজগুলো মনিটরিং করা হচ্ছে।	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে ৫৮টি রেলস্টেশনের আধুনিকায়নের কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৪	**রেল স্টেশনে মাতৃদুগ্ধ কর্ণার স্থাপন:** মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে ৫৮টি রেলস্টেশনের আধুনিকায়নের কার্যক্রমে প্রতিটি স্টেশনে মাতৃদুগ্ধ কর্ণার স্থাপন করা হচ্ছে, এ পর্যন্ত ২৯টি স্টেশনে মাতৃদুগ্ধ কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।	(১) স্থাপিত মাতৃদুগ্ধ কর্ণার গুলো নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ব্যবহার উপযোগী রাখতে হবে। (২) অবশিষ্ট ২৯টি স্টেশনে দ্রুত মাতৃদুগ্ধ কর্ণার স্থাপন করতে হবে।	(১)মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩.৫	**ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচলে টিকিট বিক্রি হতে রাজস্ব প্রাপ্তি:** ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে বেসরকারী পর্যায়ে ট্রেন চলাচলের তুলনায় এখন সরকারিভাবে একই রুটে ট্রেন চলাচলে টিকিট বিক্রি হতে অনেক কম রাজস্ব প্রাপ্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে ট্রেন চলাচলে টিকিট বিক্রি হতে রাজস্ব প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৬	**সুশাসন প্রতিষ্ঠাঃ** সভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, শুদ্ধাচার কৌশল এবং সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত কাজের বাস্তবায়নসহ সংশ্লিষ্ট সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত কার্যক্রম যথানিয়মে বাস্তবায়নসহ সেবাবক্স নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় (৩) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভাপতি উপস্থিত অংশীজনবৃন্দকে সভায় অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/৫/২২

(ড. মো: হুমায়ুন কবীর)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়